ভারতীয়দের বহির্গমন

ভারতবর্ষ থেকে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক প্রবাসন (emigration) হল রোমা (Roma) প্রবাসন। দশম খৃস্টাব্দে মুসলমান আক্রমণকারীরা বর্তমানে আফগানিস্তানে নামে পরিচিত ভূ-অঞ্চলকে বিদীর্ণ করে প্রাচীন হিন্দু এবং বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিল। হিন্দুকুশ পর্বতমালায় নির্বিচারে ভারতীয় নরহত্যা হয়েছিল। পরে তারা অবশিষ্টাংশ ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, যেখানে তাদেরকে জিপসিদের (যারা মূলত ঈজিপ্টের জনজাতি ছিল) মত উপহাস ও নির্যাতন করা হত। তারা খ্রিস্টান ও মুসলিমের মতো স্থানীয় ধর্ম-পরিগ্রহণ করলেও, তাদের নিজস্ব হিন্দু রীতিনীতির সঙ্গে নতুন বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল। এটি সম্ভব যে জিপসি খ্রিস্টান সন্ত ব্ল্যাক সারাহ্ (Black Sarah) হয়ত হিন্দু দেবী কালীর খ্রিস্টানীকরণ। এছাড়া তারা নিজেদের সুস্পষ্ট ভারতীয় আর্য ভাষা, রোমানি ভাষা ব্যবহার করত। এই উপমহাদেশ থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাসন হয়েছিল। এর সূচনা হয়েছিল হিন্দুদের সামরিক অভিযান এবং পরে বৌদ্ধ, দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতিদের অভিযানের দ্বারা। তারা স্থায়ীরূপে বসবাস শুরু করে ও আঞ্চলিক সমাজে বিলীন হয়ে যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষতঃ বালির (ইন্দোনেশিয়া) মত স্থানে অনুভূত হয়। যদিও এই সব ক্ষেত্রে কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রবাসিতর উত্তরসূরিদের "PIO" তকমা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। বিশেষতঃ যেখানে পরস্পর সংমিশ্রণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রসঙ্গে এই ধরনের নামকরণের পদ্ধতির মূল্য বাতিল করা যায়।

ঊনবিংশ শতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন অবধি অধিকাংশ পরিযান শ্রমিক সরবরাহের ঘটনাগুলি বলপূর্বক হত। দাস শ্রমিককে চুক্তি নামায় আবদ্ধ করে অন্যান্য উপনিবেশে রপ্তানি করা হতো। কালানুক্রমিকরূপে মূল লক্ষ্য দেশ সমূহ

Scanned with CamScanner

ছিল Mauritius, British Guyana, West Indies (Trinidad এবং Jamaica), Fiji এবং East Africa. উল্লিখিত ঐ দেশগুলির মধ্যে কোথাও খুব ক্ষুদ্রাংশে দক্ষ শ্রমিক এবং পেশাদারদের মুক্ত প্রবাসন হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। এই ধরনের ডায়াস্পোরা বৃটিশ আইনসভার দ্বারা স্বীকৃত Slavery Abolition Act, August 1, 1834-এর লক্ষ্যবস্তু হল। যা সমগ্র ব্রিটিশ উপনিবেশের শ্রমদাস স্রোতকে মুক্ত করেছিল। নবার্জিত স্বাধীনতার সুযোগে মুক্ত শ্রমিকরা কর্মপ্রাচুর্যে পিষ্ট কৃষি শিল্প পরিত্যাগ করে। এর ফলে বহু বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে চরম শ্রমিক অভাব দেখা যায় যা ব্যাপক শ্রমিক আমদানি ও অঙ্গীকারপত্রের অধীনতার দ্বারা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়।

প্রতিবেশী বৃটিশ উপনিবেশ শ্রীলঙ্কা এবং বার্মায় চা শিল্পে এবং বৃটিশ মালয়ে (বর্তমান মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর) রাবার শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অসম্পর্কিত রীতি সংযুক্ত ছিল। ভারত বিভাগের সময় ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মধ্যে পরিযানের ক্ষেত্রে একটি বড় রফা হয়েছিল যে প্রাথমিক ভাবে মুসলমানরা পশ্চিম পাকিস্তানে এবং হিন্দু ও শিখরা ভারতবর্ষে পুনরাবস্থান করেছিল। এই একই ধরণের পরিযান ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান (১৯৭১ থেকে বাংলাদেশ) এবং ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। মোট প্রায় ৭ মিলিয়ন মুসলিম পাকিস্তানে, ১০ মিলিয়ন হিন্দু এবং শিখ ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অন্যত্র থেকে ৫০০,০০০ থেকে ১ মিলিয়ন মানুষ দাঙ্গা এবং দ্বন্দ্বের জেরে নিহত হয়েছিল। সরকারের নীতি (Policy), বিশেষত দেশান্তরিদের (expatriates) প্রতি বিনিয়োগের জন্য হস্ত প্রসারণের (দীর্ঘতর করে, কিছু ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রস্তাব রাখা) পাকিস্তানী এবং বাংলাদেশীদের, সরকারিভাবে ভারতীয় মূলোদ্ভব বলে মনে করতে অস্বীকার করা হয়। এই কৌতূহলজনক পরিস্থিতি অবশ্যই সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রত্যাখ্যান নয়, বরং দ্বিবিধ জাতীয়তার ফল যা ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমান এবং স্বল্পায়তনে বাংলাদেশেও বর্তমান।

১৯৪৭ স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রবাসনের (emigration) বিন্যাস স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রথমে ভারতীয়রা ইউনাইটেড কিংডমে উন্নততর ভাগ্যান্বেষণে যেত। কিন্তু পরবর্তীযুগে প্রবাসন আইনের (emigration law)-এর পরিবর্তনের ফলে উত্তর আমেরিকা বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মোট 1.7 মিলিয়ন ভারতীয়) গন্তব্যস্থল হিসেবে পক্ষপাতিত্ব পেয়েছিল। আফ্রিকায় (বিশেষত উগান্ডার Idi Amin-এর অধীনস্থ) এবং ক্যারিবিয়নে কিছু স্থানান্তরিত PIO ব্রিটেনে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছিল। সামান্য কিছু ভারতীয় ইংরেজী-ভাষী দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে প্রবাসিত হয়েছিল।

১৯৭০-এ মধ্য এশিয়া পেট্রলিয়াম ব্যবসায় আকস্মিক বৃদ্ধির দরুণ-ব্যাপক অংশে ভারতীয়রা উপসাগরীয় দেশে প্রবাসিত হয়েছিল। যদিও বলা যায় অন্যান্য উদাহরণের মত স্থায়ী রূপে নয়, চুক্তির ভিত্তিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় :

ভারতীয় ডায়াস্পোরার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যে ভারতীয় ডায়াস্পোরা হয়েছিল, তার আয়তন সর্বাপেক্ষা অধিক, প্রায় 1.7 মিলিয়ন এবং সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী—তাদের গড় আয় আমন্ত্রক দেশের তুলনায় 1.5 গুণ। তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিনিধিত্ব করে—বিশেষত অধ্যয়ন, তথ্য প্রযুক্তি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। 1997-98-এ আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 4000 PIO অধ্যাপক এবং 33,000 জন্মসূত্রে ভারতীয় ছাত্র ছিল। 2000 সালে The American Association of the Physicians of Indian Origin 35,000 সদস্যপদের অধিকারী ছিল। 'Fortune' পত্রিকা হিসেব দিয়েছিল যে Indian Silicon Valley দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ 250 বিলিয়ন ডলার।

ভারতীয় আমেরিকান জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণী পার্থক্যের উদ্ভব হয়। পূর্বতন বৃত্তিধারী অভিবাসীগণ (immigrant) পরবর্তী শ্রমিক শ্রেণী, যাদের প্রথম প্রজন্ম অভিবাসী হয়েছিল তাদেরকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখত, গুজরাটি দোকানদার এবং পাঞ্জাবী ট্যাক্সিচালক শেষোক্ত জনগোষ্ঠীর সাধারণ গতানুগতিক উদাহরণ। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর প্রবীন প্রজন্ম ছিল ডাক্তার অথবা অতিকায় সংখ্যাগুরু অংশ তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কোন না কোন প্রকারে সংযুক্ত।

অতীতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা সমস্ত জনজাতি গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা বর্ণবৈষম্যের শিকার হত—যদিও তা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে তা প্রকাশ্যেই হত, হয়তঃ এর মধ্যে জঘন্যতম উদাহরণ হল 80 দশকের শেষের থেকে 90 এর দশকের প্রথম পর্যন্ত নিউ জার্সিতে Dot busters-দের উদাহরণ, এরা ছিল একদল দুর্বৃত্ত, যারা ভারতীয় জনজাতি খুঁজে বার করে তাদের লাঞ্ছিত করত ও লুটতরাজ চালাত। Dot শব্দটির অর্থ ছিল 'টিপ' বা 'বিন্দি' যা ভারতীয় হিন্দু মহিলাদের সনাতনি প্রসাধনের অঙ্গ ছিল। এই ধরনের আক্রমণ বর্ণবৈষম্যের দ্বারা প্ররোচিত ছিল যাতে ভারতীয় জনগোষ্ঠী আমেরিকার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এই আত্মীকরণের অভাব ভারতীয় জনজাতি ও অভারতীয় জনজাতির জন্য বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

Scanned with CamScanner

আরো এক স্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায় যে, এই অভিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের বলা হত "ABCD"–American Born Confused Desi, এই পরিভাষা (সাধারণত অপমানজনকভাবে ব্যবহার করা হত) এই সত্যকে প্রতিবিম্বিত করে যে প্রথম প্রজন্ম আমেরিকানরা অন্দরে নিজেদের ঐতিহ্যপ্রিয় অভিভাবক ও ঐতিহ্যময় লালন-পালন, অথচ বহির্জগতের উদারতর উন্মুক্ততার মধ্যে পিষ্ট হত। এই 'মধ্যবর্তীকালীনতা' তাদেরকে সমাজে নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আনত—তারা না হত—ভারতীয়, না হতো আমেরিকান।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়র পরিসংখ্যান :

২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত দেশ থেকে যে 1,063,732 জন অভিবাসী (immigrants) হয়েছিল তার মধ্যে 66,864 জন ভারত থেকে গেছিল। 1990 থেকে 2000 সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতীয়দের সার্বিক বৃদ্ধির হার ছিল 105.87 শতাংশ যেখানে সামগ্রিক যুক্তরাষ্ট্রের গড় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 7.6 শতাংশ।

এশীয়-আমেরিকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয়র অন্তর্ভুক্তি ছিল 16.4 শতাংশ। এশীয় আমেরিকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরা এল তৃতীয় বৃহত্তম, 2000 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র জন্মসূত্রে বিদেশী জনসংখ্যার মধ্যে ভারতীয়রা হল 1.007 মিলিয়ন। শতাংশের হিসাবে 3.5 শতাংশ। 2000 সাল থেকে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয় বৃদ্ধিহার এবং শতাংশ হার প্রায় 100 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

1990 থেকে 2000 সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় জনগোষ্ঠী 113 শতাংশ বর্দ্ধিত হয়েছিল। বৃদ্ধির জাতীয় গড় 13 শতাংশের 10 গুণ : সূত্র ঃ যুক্তরাষ্ট্র সেনসাস ব্যুরো।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এশীয়-ভারতীয় এশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম (2,226,585), পুরোভাগে আছে চীন জাতিগোষ্ঠী (2,762,524) ঃ সূত্র ঃ 2003 আমেরিকান কম্যুনিটি সার্ভে।

ভারতীয়রা যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত অর্থকরী অতিথিশালার 50% এবং যাবতীয় হোটেল ব্যবসার 35%-এর অধিকারী, যার বাজার মূল্য প্রায় 40 বিলিয়ন ডলার ঃ সূত্র ঃ লিট্‌ল ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন।

যুক্তরাষ্ট্রে নয়জন ভারতীয়র মধ্যে একজন হল কোটিপতি। যা যুক্তরাষ্ট্রে কোটিপতির 10%; সূত্র ঃ 2003 Merrill Lynch SA মার্কেট স্টাডি।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে একটি সমীক্ষা করেছিল যে সিলিকন উপত্যকার ইঞ্জিনীয়ারদের এক তৃতীয়াংশ ভারতীয়দের উত্তরসুরী, 7% এখানকার

উচ্চ-প্রযুক্তির ব্যবসাক্ষেত্রগুলির ভারতীয় CEO-রা নেতৃত্বদান করে। সূত্র ঃ সিলিকন ইন্ডিয়া রিডার শীপ সার্ভে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সমগ্র জনজাতির সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয়রা হল উচ্চ শিক্ষিত। ভারতীয়দের 67% স্নাতক বা তার উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন (জাতিগতভাবে 28%-এর তুলনায়)। প্রায় 40% ভারতীয়দের স্নাতকোত্তর, ডক্টরেট বা অন্যান্য পেশাদার ডিগ্রি আছে যার জাতীয় গড়ের 5 গুণ। সূত্রঃ দ্য ইণ্ডিয়ান আমেরিকান সেন্টার ফর পলিটিক্যাল এ্যওয়ারনেস।

যুক্তরাজ্যে ভারতীয় :

বলিউডের চলচ্চিত্র ব্রিটেনে বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত হয়। এখানে ভারতীয় প্রবাসী (emigrant) জনগোষ্ঠীর তৃতীয় প্রজন্ম বর্তমান। অভিবাসী (immigrant) গোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা লক্ষ্যণীয়ভাবে সফল।

ব্রিটিশ অনাবাসীদের (NRIs) ইতিহাসের এক অসাধারণ মৌখিক সংগ্রহ ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় অনাবাসী ওয়েবসাইট History Talking.Com-এ প্রাপ্তব্য। এটি একটি ওয়েব রেডিও যেখানে ব্রিটেনে বসবাসকারী কিছু শীর্ষস্থানীয় অনাবাসীর কাহিনী শোনা যাবে।

বাস-কন্ডাক্টর, ওয়েটার এবং ছোট দোকানের মালিকানা-র মত গতানুগতিক উপার্জনের পরিবর্তে তারা এখন ডাক্তার আইনজীবি, হিসাবরক্ষক এবং সফল ব্যবসায়ী হচ্ছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভারতীয় প্রজন্ম ও জনগোষ্ঠীর অন্য অংশের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধনশীরূপে যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হয়েছিল যা পরবর্তীকালে গতানুগতিক হয়ে যায়।

কিছু কিছু আঞ্চলিক ক্ষেত্রে জনজাতি সংক্রান্ত উদ্বেগের ফলে অভিবাসীদের (immigrants) বিরুদ্ধে বিরাগভাব এবং বর্ণবৈষম্যমূলক হিংসা দেখা যায়, এবং বৃটিশ ন্যাশনাল পার্টির মত সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে একে ব্যবহার করে। যদিও সাধারণ ভাবে দেখা যায়, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে গণ অভিবাসনের এবং উগাণ্ডা থেকে ভারতীয়দের বিতারণের প্রথম দিকের দিনগুলির তুলনায়। বর্ণবৈষম্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় ভারত বিভাগের (Partition) পরে।

বিস্তৃত ব্রিটিশ সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমাগতভাবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হত, প্রথমদিকে যেন 'বিচিত্রসুন্দর' (exotic) প্রভাব হিসেবে, এর উদাহরণ পাওয়া যায়, "My Beautiful Laundrette" এর মত চলচ্চিত্রে। কিন্তু এখন "Bend It like Beckham" এর মত চলচ্চিত্রে পরিচিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে ক্রমবর্দ্ধনশীল। ভারতীয় খাদ্য ব্রিটিশ রন্ধন বিভাগের অংশ হিসেবেই গণ্য করা হয়।

Scanned with CamScanner

ইউ. কে. ন্যাশনাল সেন্সাস [2] এপ্রিল 2001 অনুযায়ী ইংলন্ড এবং ওয়েলস্-এর জনসংখ্যার 4.37% নিজেদের এশিয়ান, এশিয়ান-বৃটিশ হিসেবে এবং 0.36% 'মিশ্রিতঃ শ্বেতাঙ্গ এবং এশিয়ান' হিসেবে ঘোষণা করে। এই হিসাবটি মোট জনসংখ্যার 4.73% বা 2.46 মিলিয়ন। এরা নিজেদের 'এশিয়ান' বংশোদ্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করে (টীকা : যুক্তরাজ্যের প্রসঙ্গে বলা যায় 'এশিয়ান' বলতে ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং বাংলাদেশীকে বোঝায়)।

মালয়েশিয়ায় ভারতীয় :

বৃটিশ সাম্রাজ্যকালীন অধিকাংশ ভারতীয়র মালয়েশিয়ার কৃষি শিল্পে শ্রমিক হিসেবে পরিযান (migration) হয়েছিল। তাৎপর্যজনকভাবে এরা সংখ্যালঘু জনজাতি গোষ্ঠী, মালয়েশীয় জনসংখ্যার মাত্র 7% অধিকার করেছিল। বেশির ভাগ তামিল, কিছু মালয়লাম এবং তেলেগু ভাষী মানুষ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা নিজেদের ভাষা এবং ধর্ম বজায় রাখতে পেরেছিল।—মালয়েশিয়ায় 80% ভারতীয় জনজাতিকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যদিও মালয়েশিয়ায় হিন্দু ধর্ম মূলধারা (বেদান্তোত্তর) থেকে সরে গিয়েছিল, এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল মাতৃপূজা (আম্মা), বর্ণভেদে ভিন্ন মূর্তিপূজা, তান্ত্রিক আচার পালন, লোক বিশ্বাস, non-Agamic মন্দির এবং পশুবলি। দীপাবলী আর Thaipusan এদের মূল উৎসব। যদিও Agamic পূজার বৃদ্ধি ঘটছে "মালয়েশিয়ান হিন্দু সঙ্গম" এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা যেমন সুব্রাহ্মণ্য স্বামীর নেতৃত্বে।

এখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছোট কিছু জনগোষ্ঠী আছে, যেমন 'Chitty' যারা হল তামিলভাষী বণিক সম্প্রদায়ের উত্তরসূরি, 1500 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এরা প্রবাসী হয়েছিল। এছাড়া আছে চীনা ও মালয়ী মহিলা সম্প্রদায় যারা নিজেদের তামিল ভাবে, ভাষা হিসেবে মালয়ভাষা ব্যবহার করে ও হিন্দুত্ব চর্চা করে, এদের সংখ্যা বর্তমানে 2000।

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় :

মধ্য এশিয়ায় বৃহৎ সংখ্যায় ভারতীয় বাস করে, বিশেষতঃ পার্শিয়ান উপসাগরের প্রতিবেশী, পেট্রলিয়াম শাসিত রাষ্ট্রগুলিতে। পেট্রলিয়াম ব্যবসায় আকস্মিক বৃদ্ধির পরে শ্রমিক বা করণিক বৃত্তির জন্য অধিকাংশ ভারতীয় উপসাগরের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। যদিও দেখা যায় এই অঞ্চলে লক্ষ্যণীয়ভাবে সংখ্যায় লঘু ভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্ক বা কর্পোরেশনে উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত অথবা ব্যবসা

পরিচালনায় প্রবলভাবে সফল। যাইহোক, ভারতীয়রা সাধারণত উপসাগরীয় অঞ্চলে নাগরিকতা গ্রহণ করে না।

এরা নিজেদের পাসপোর্ট সংরক্ষিত রাখে যেহেতু উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি নাগরিকত্ব প্রদান করে না বা স্থায়ী বাসকরণের অনুমতি দেয় না। যাই হোক, United Arab Emirates এবং Saudi Arabia বর্তমানে যারা কুড়ি বছর ধরে বাস করছে এমন কিছু জনসাধারণকে সীমিত আকারে নাগরিকত্ব প্রদান করছে। ভারতীয়দের উপসাগরীয় অঞ্চলে উপার্জন করতে যেতে পছন্দ করার কারণগুলো হল করবিহীন আয় এবং ভারতবর্ষের নৈকট্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় :

দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের অধিকাংশ হল উনবিংশ শতকে বৃটিশদের দ্বারা আনয়ন করা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের উত্তরসূরি। বেশির ভাগ Kwazulu-Natal (KZN)-এ কর্মরত। প্রায় একই সময় আফ্রিকায় পরিযান করেছিল যে গুজরাটি বণিক সম্প্রদায় অবশিষ্ট ভারতীয়রা তাদের উত্তরসূরি। Sub-Saharan Africa-র Durban শহরে বৃহৎ সংখ্যায় এশীয় জনগোষ্ঠী বাস করে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা মহাত্মা গান্ধী 1900 প্রথমার্ধে এই শহরে আইনজীবি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কানাডায় ভারতীয় :

পরিসংখ্যান অনুযায়ী কানাডায় 2001 সালে 713,330 সংখ্যক জনসাধারণ নিজেদের ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। ভারতীয় মূলোদ্ভূত মানুষের সঙ্গে "East Indian" বা "Indo Canadian" পরিভাষা দুটি সাধারণভাবে আদি বা আদিমযুগের (Aboriginal Canadian) কানাডিয়ানকে বোঝায় এবং যথেষ্ট রহস্যের কারণ ঘটিয়ে এখনও পর্যন্ত এদেরই বর্ণিত করে। অতিরিক্তভাবে বলা যায় Indian পরিভাষাটি মাঝেমধ্যে ক্যারাবিয়ানদের (West Indians) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই জনসংখ্যায় 42% হল হিন্দু, 39% শিখ আর অবশিষ্টাংশ হল মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ অথবা কোন ধর্মবহির্ভূত জনসাধারণ। সর্বপ্রধান ভারতীয় জনজাতি সম্প্রদায় হল পাঞ্জাবী (যারা জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশের বেশি) এছাড়া গুজরাটি, তামিল, মালয়লাম, বাঙালী, সিন্ধি এবং অন্যান্য।

বৃটিশ কলম্বিয়ার অভিবাসী গোষ্ঠীর চাইতে ছোট এক ভারতীয় জনগোষ্ঠী প্রথম প্রজন্ম হিসেবে কানাডায় গমন করেছিল। এরা ছিল মূলতঃ শিখ পাঞ্জাবি পুরুষ

Scanned with CamScanner

সম্প্রদায় যারা বিদেশে কাজের সুযোগ সন্ধান করতে গিয়েছিল। অভিবাসী হিসেবে যারা প্রথম ছিল তাঁরা শ্বেতাঙ্গ কানাডিয়ানদের দ্বারা প্রবল বর্ণবৈষম্যতার সম্মুখীন হয়েছিল। বর্ণবৈষম্যজনিত দাঙ্গার মূল লক্ষ্য ছিল এই অভিবাসীগণ, এমনকি নবাগত চীনা অভিবাসী মনস্থির করেছিল যে তারা প্রত্যাবর্তন করবে, কিছু অংশ সিদ্ধান্ত নেয় তারা অবস্থান করবে। কানাডিয়ান সরকার 1919 সাল অবধি অভিবাসীদের সন্তান ও পরিবার আনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল, যে কারণে তারা ফিরে যেতে মনস্থির করে। বিংশ শতাব্দীতে Quotas-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যাতে ভারতীয়রা কানাডা গমনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

1957 পর্যন্ত এই Quotas একশোর কম সংখ্যক মানুষকে ভারতবর্ষ থেকে প্রতিবছর কানাডায় যাওয়ার অনুমতি দিত। পরে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হয়েছিল 300 অবধি। 1967 খ্রিস্টাব্দে কানাডায় সমস্ত Quotas বর্জিত হয়। অভিবাসন Point System-এর ভিত্তিতে হতে থাকে। এর ফলে বহু ভারতীয় ব্যাপক সংখ্যায় অভিবাসিত হয়। যবে থেকে উন্মুক্ত আহ্বানের (Open door policy) সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয় ভারতীয়রা ব্যাপক হারে গমন বজায় রাখে এবং মোটামুটি প্রায় 25,000 থেকে 30,000 ভারতীয় প্রতি বছর কানাডায় যায় (কানাডাগামী অভিবাসীগোষ্ঠী দ্বিতীয় বৃহত্তম, প্রথম স্থানে আছে চীনা অভিবাসীগণ)।

অধিকাংশ ভারতীয় যে যে বৃহত্তর নাগরিক কেন্দ্রগুলি অভিবাসনের জন্য নির্বাচন করে যেমন Toronto এবং Vancouver, এই সব স্থানে 70% বেশি ভারতীয় বাস করে। Calgary, Montreal, Edmonton এবং Winnipeg প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর বৃদ্ধি ঘটছে। Toronto-তে বসবাসকারী ভারতীয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, যেমন পাঞ্জাব, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালা থেকে যায়। Toronto-র শহরতলি Brampton বহু ভারতীয় বসবাসকারী রয়েছে। বহু শিখদের বসবাসের কারণে Brampton-এর 'Springdale' শহরের নাম 'Singhdale' উল্লেখ করা হয়। Vancouver-এ বসবাসকারী ভারতীয়গণ মূলত Survey শহরতলিতে বাস করলেও সমস্ত Vancouver-এ বহু ভারতীয় লক্ষ্য করা যায়। Vancouver Indian-রা হল ব্যাপকভাবে শিখ পাঞ্জাবী মূলোদ্ভূত।

এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার উদ্দেশ্য হল ডায়াস্পোরীয় লেখকদের প্রাসঙ্গিকতা, তাদের অন্বেষণ, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা, নিজস্বতা—যা তাদের খ্যাত-অখ্যাত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও তত্ত্বচিন্তার মধ্যে প্রকাশিত, তার এক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মানসিক পরিবেশ নির্মাণ।

Scanned with CamScanner